মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

এপ্রিল-জুন, ২০২১

গবেষণা বিভাগ
অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (masud.rahman@bb.org.bd, arjina.efa@bb.org.bd এবং mohammad.masud@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(এপ্রিল-জুন, ২০২১)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা, ঋণ ও মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- ২০২০-২১ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন, ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৫.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৬০৫.১৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২১ শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৩.৬০ শতাংশ যা জুন'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০ শতাংশের নিচে রয়েছে। *নীট বৈদেশিক সম্পদের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূলতঃ নীট্ অভ্যন্তরীণ সম্পদের বৃদ্ধি কম হওয়ার কারণে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি জুন'২১ এর লক্ষ্যমাত্রার নিচে রয়েছে।*
- মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৪.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৩৯০.৯৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২১ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১০.০৫ শতাংশ যা জুন'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৭.৪০ শতাংশের তুলনায় কম। *আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কিছুটা শ্লথ থাকার পাশাপাশি সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে কম হওয়ার কারণে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে।*
- বেসরকারি খাতে ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ২.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২১ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.৩৫ শতাংশ যা জুন'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৮ শতাংশের তুলনায় কম। *মূলতঃ কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাবে পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা পুরোপুরি পুনরুজ্জীবিত না হওয়ার সূত্রে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বৃদ্ধি হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ১৪.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৮০.৭২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২১ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ২২.৩৫ শতাংশ যা জুন'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৫০ শতাংশের তুলনায় বেশি। *মূলতঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট্ অভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং নীট বৈদেশিক সম্পদ উভয়ের বৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।*
- গড় মূল্যস্ফীতি জুন'২১ শেষে মার্চ'২১ শেষের ৫.৬৩ শতাংশের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫.৫৬ শতাংশ। *মূলতঃ খাদ্য-মূল্যস্ফীতি হ্রাসের সূত্রে গড় মূল্যস্ফীতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।* অপরদিকে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি জুন'২১ শেষে মার্চ'২১ শেষের ৫.৪৭ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫.৬৪ শতাংশ। *মূলতঃ খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির সূত্রে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।*

তারল্য ও সুদ হার পরিস্থিতি

- ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩৫৮.২৮ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ছিল ৩৯৭০.০৪ বিলিয়ন টাকা এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ছিল ৩১৮৪.৪০ বিলিয়ন টাকা। *কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ চলাকালীন বিনিয়োগের স্থবিরতা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বল্প সুদে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালুকরণের পাশাপাশি CRR হ্রাসের ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় কিছুটা অতিরিক্ত তারল্য সৃষ্টি হয়েছে।*
- আমানতের ও আগামের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪.১৩ শতাংশ ও ৭.৩৩ শতাংশ। *বাজার ভিত্তিক সুদের হারসমূহ হ্রাস পাওয়ার পেছনে ব্যাংকসমূহের নিকট অতিরিক্ত তারল্য বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নীতি সুদ হারসমূহ, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদের হার হ্রাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ১.০৮ শতাংশ ও ১০৯.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৬১২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ২.১৩ শতাংশ এবং ৭২.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭৯১৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৯.৩২ শতাংশ ও ৩৯.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬১৮০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহে প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও লকডাউন পরবর্তী সময়ে মূলধনী খাতে আমদানি ব্যয় বেশি হওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় যার ফলশ্রুতিতে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (Current Account Balance) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।
- জুন, ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬৩৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৮) যা ৬ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান।
- জুন, ২০২১ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মার্চ, ২০২১ শেষের ৮৪.৮০ টাকা থেকে শতকরা ০.০১ ভাগ অবচিতি হয়ে ৮৪.৮১ টাকায় দাঁড়ায়। *আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মূলতঃ আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে আমদানি বৃদ্ধিজনিত কারণে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(এপ্রিল-জুন, ২০২১)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারা ও কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে পূর্ববর্তী ২০১৯-২০ অর্থবছরের ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০২০-২১ অর্থবছরের মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছিল। ২০২০-২১ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৭.৪০[স] শতাংশ যার বিপরীতে জুন'২১ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১০.০৫ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ১৪.৮০ শতাংশ যার বিপরীতে জুন'২১ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৩৫ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত হার ৫.৪০ শতাংশের বিপরীতে জুন'২১ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৫৬ শতাংশ। মার্চ'২১ শেষের তুলনায় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি হ্রাসের সূত্রে জুন'২১ শেষে গড় মূল্যস্ফীতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহে প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও আমদানি ব্যয় বেশি হওয়ায় চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাঁড়িয়েছে ৩৮৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

- **মুদ্রা সরবরাহ (M2)ঃ** ২০২০-২১ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৪৮৩৭.৯৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৫.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৬০৫.১৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ৩.৩৫ শতাংশ ও ৪.৮১ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা সরবরাহ এর উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৫.৫২ শতাংশ এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ৫.০৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২১ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৩.৬০ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১২.৬৪ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে নীট বৈদেশিক সম্পদ ও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৮.৫৩ শতাংশ ও ৯.৪৭ শতাংশ। নীট বৈদেশিক সম্পদের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূলতঃ নীট্ অভ্যন্তরীণ সম্পদের বৃদ্ধি কম হওয়ার কারণে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও জুন'২১ এর লক্ষ্যমাত্রার নিচে রয়েছে। (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

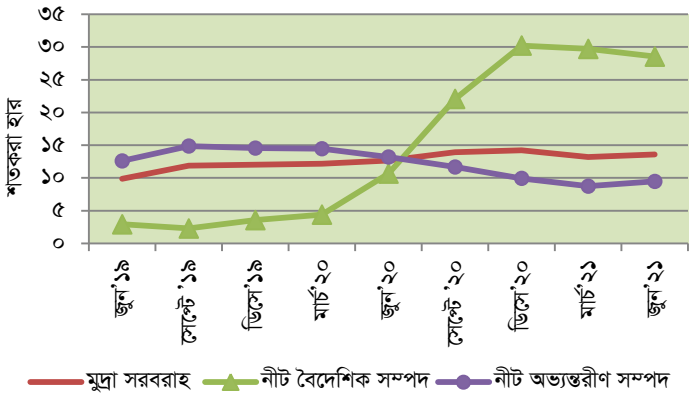

স = সংশোধিত।

- **অভ্যন্তরীণ ঋণঃ** ২০২০-২১ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৩৭০৭.৩৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৩৯০.৯৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি পেয়েছিল ০.৫২ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২১ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১০.০৫ শতাংশ যা জুন'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৭.৪ শতাংশের তুলনায় কম; পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধি ছিল ১৪.০২ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কিছুটা শ্লথ থাকার পাশাপাশি সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে কম হওয়ার কারণে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি মার্চ, ২০২১ শেষের তুলনায় ২৩.০৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২২০২.২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৬.৪৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন, ২০২১ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ২১.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ৫৯.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ৪.৫২ শতাংশ হ্রাস এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ২.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১.৬৭ শতাংশ এবং ২.৮৮ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২১ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.৩৫ শতাংশ যা জুন'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৮০ শতাংশের তুলনায় কম; পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.৬১ শতাংশ (চিত্র-২)। মূলতঃ কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাবে পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা পুরোপুরি পুনরুজ্জীবিত না হওয়ার সূত্রে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কাংখিত মাত্রায় বৃদ্ধি পায়নি বলে প্রতীয়মান হয়। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ জুন ২০২০ শেষের ৮৩.৯১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২১ শেষে দাঁড়ায় ৮২.৬১ শতাংশ।

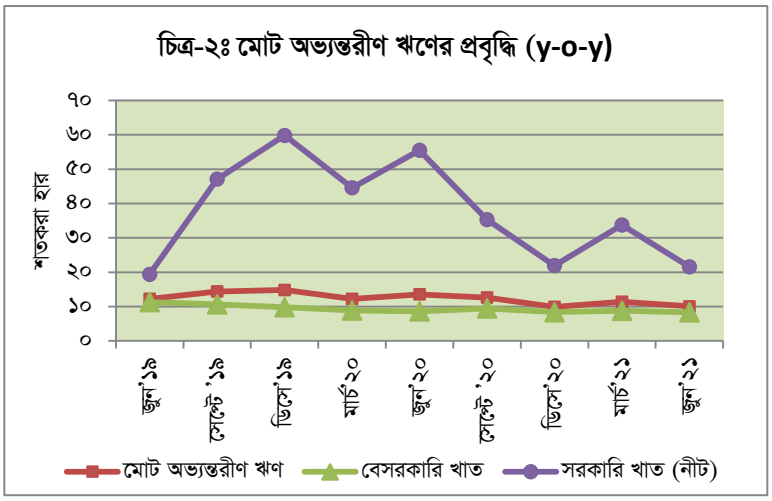

- **নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)ঃ** ২০২০-২১ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৫.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮২১.৭৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে যথাক্রমে ১.৪৬ শতাংশ এবং ৬.৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২১ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ২৮.৫৩ শতাংশ যা জুন'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ২০.১ শতাংশের তুলনায় বেশি; পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ৯.১৫ শতাংশ। রপ্তানি আয় এবং রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহের প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং আর্থিক হিসাবের স্থিতির বৃদ্ধি নীট বৈদেশিক সম্পদের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

[১] accrued interest সহ

- **রিজার্ভ মুদ্রাঃ** ২০২০-২১ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩০৩৬.৬১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৪.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৮০.৭২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ০.১৩ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৪.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২১ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ২২.৩৫ শতাংশ যা জুন'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৫ শতাংশের তুলনায় বেশি। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫.৫৬ শতাংশ (চিত্র-৩)। মূলতঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট্ অভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং নীট বৈদেশিক সম্পদ উভয়ের বৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (-) ৪৩১.৮০বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে (-) ১৮৮.৪৫ বিলিয়ন টাকায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ৩৪৬৮.৪১ বিলিয়ন টাকা থেকে ৫.৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬৬৯.১৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ২৬৬.৫৬ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১১১.১৩ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন, ২০২১ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ৫৯.৯৮ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৩৫.০৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

চিত্র-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

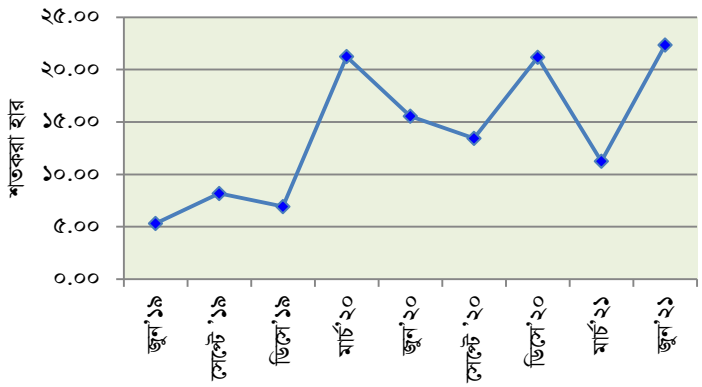

২। তারল্য পরিস্থিতি

জুন'২১ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩৫৮.২৮ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫)। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ২৯৭০.৭৮ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৬৮.১৬ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ১২১৩.৭৪ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২৭.৮৫ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১৭৩.৭৬ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৩.৯৯ শতাংশ) (চিত্র-৫)। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বল্প সুদে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালুকরণের পাশাপাশি CRR হ্রাসের ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় কিছুটা অতিরিক্ত তারল্য সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, মার্চ'২১ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩৯৭০.০৪ বিলিয়ন টাকা।

চিত্র-৪ঃ মোট তরল সম্পদ

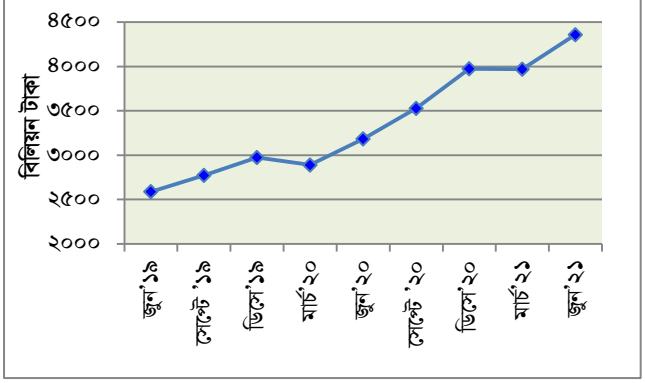

চিত্র-৫ঃ ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতি (জুন ২০২১)

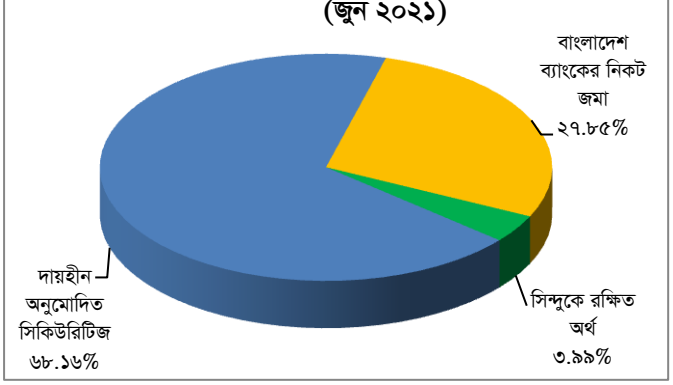

৩। সুদ হার পরিস্থিতি

জুন'২১ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.১৩ শতাংশ। মার্চ'২১ এবং জুন'২০ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৪.৪০ শতাংশ ও ৫.০৬ শতাংশ (চিত্র-৬)। অপরদিকে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৩৩ শতাংশ। মার্চ'২১ এবং জুন'২০ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৭.৪৫ শতাংশ এবং ৭.৯৫ শতাংশ (চিত্র-৬)। বাজার ভিত্তিক সুদের হারসমূহ হ্রাস পাওয়ার পেছনে ব্যাংকসমূহের নিকট অতিরিক্ত তারল্য বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নীতি সুদ হারসমূহ, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদের হার হ্রাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (Spread) হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.২ শতাংশ যা মার্চ'২১ শেষে ছিল ৩.০৫ শতাংশ।

চিত্র ৬-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

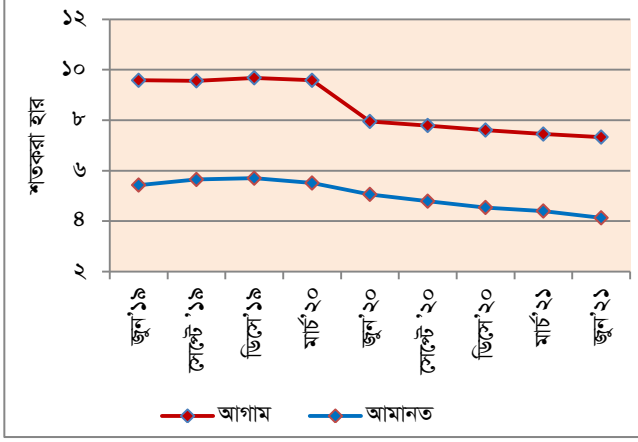

৪। মূল্যস্ফীতি

- গড় মূল্যস্ফীতি জুন'২১ শেষে মার্চ'২১ শেষের ৫.৬৩ শতাংশের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫.৫৬ শতাংশ। মূলতঃ খাদ্য-মূল্যস্ফীতি হ্রাসের সূত্রে গড় মূল্যস্ফীতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি জুন'২১ শেষে মার্চ'২১ শেষের ৫.৪৭ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫.৬৪ শতাংশ। মূলতঃ খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির সূত্রে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- গড়ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন'২১ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৭৩ শতাংশ ও ৫.২৯ শতাংশ যা মার্চ'২১ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৮৭ শতাংশ ও ৫.২৬ শতাংশ।
- পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন'২১ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৪৫ শতাংশ ও ৫.৯৪ শতাংশ যা মার্চ'২১ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৫১ শতাংশ ও ৫.৩৯ শতাংশ।

চিত্র-৭ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

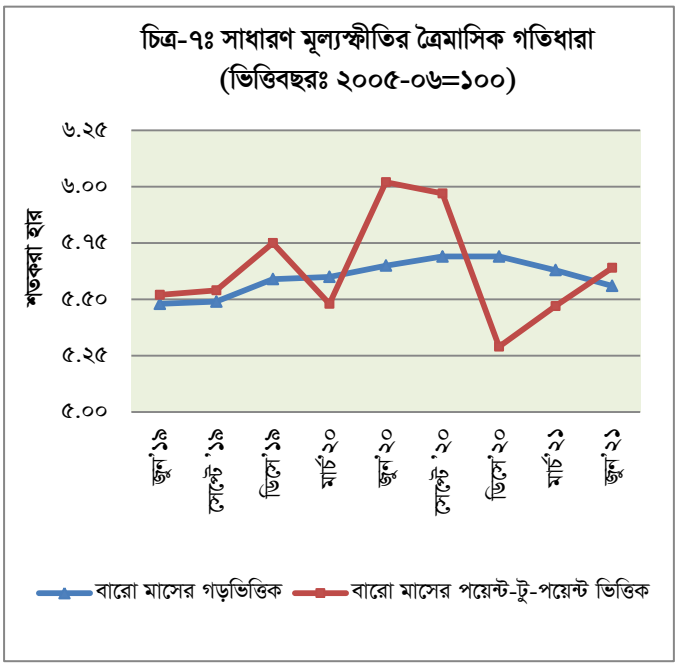

৫। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করাসহ আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব হতে অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য গত ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৫.২৫ ভাগ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.৭৫ ভাগে এবং রিভার্স রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগ হতে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

- **কল মানিঃ** এপ্রিল-জুন, ২০২১ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ১.০০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.২৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ২১১১.০৩ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ২৭৫৯.২০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২৩.৪৯ শতাংশ কম। উল্লেখ্য, কলমানির ভারীত গড় সুদহার মার্চ'২১ শেষের ১.৮২ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২১ শেষে ২.২৫ শতাংশে দাড়িয়েছে।

- **রেপোঃ** এপ্রিল-জুন, ২০২১ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

- **রিভার্স রেপোঃ** এপ্রিল-জুন, ২০২১ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

- **সরকারি ট্রেজারি বিলঃ** এপ্রিল-জুন, ২০২১ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৯টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ২৯৩.৫০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৮৩.০৫ বিলিয়ন টাকার ১৯৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ২০৪.৫০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০০.৫০ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ** এপ্রিল-জুন, ২০২১ ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ১৮৮.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পুরো অর্থের ৩০০টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ১৩৮.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পুরো অর্থের ২৬৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

  আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ২.৪৩৯১ শতাংশ থেকে ৬.৬০৩৩ শতাংশ এবং ২.৯৯০০ শতাংশ থেকে ৮.৯৪০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৭৯.১৯ বিলিয়ন টাকা।

- **বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামঃ** এপ্রিল-জুন, ২০২১ ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। মূলতঃ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাহিদা থাকার পাশাপাশি অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত সীমার নীচে থাকায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে মুদ্রা বাজার হতে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হয়নি। ফলে, নতুন কোন বিল ইস্যু না হওয়ায় ৩০ জুন, ২০২১ শেষে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি ছিল শূন্য।

৬। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

- **রপ্তানিঃ** এপ্রিল-জুন, ২০২১ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে **১.০৮ শতাংশ ও ১০৯.৮৭ শতাংশ** বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৬১২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

- **আমদানিঃ** এপ্রিল-জুন, ২০২১ ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ২.১৩ শতাংশ এবং ৭২.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭৯১৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

- **রেমিট্যান্সঃ** এপ্রিল-জুন, ২০২১ ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৯.৩২ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩৯.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬১৮০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

- **বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP) ঃ** রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহে প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও লকডাউন পরবর্তী সময়ে মূলধনী খাতে আমদানি ব্যয় বেশি হওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় যার ফলশ্রুতিতে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (Current Account Balance) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এছাড়া, আলোচ্য সময়কালে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট্) হ্রাস পেলেও মূলত মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (MLT) বৃদ্ধির ফলে আর্থিক হিসাবে (Financial Account) ৫৭৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। ফলে আলোচ্য সময়কালে সার্বিকভাবে দেশের বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যে ২২৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়।

৭। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বাংলাদেশ ব্যাংক বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামলূক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাস আয় (remittances), সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের গতি-প্রকৃতির উপর বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নির্ভর করে। জুন, ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬৩৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৮) যা ৬ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। মার্চ, ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ ছিল ৪৩৪৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের ৫.৯ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, জুন, ২০২০ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ ছিল ৩৬০৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৫.২ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। **সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ০৮, সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৬৫৯২.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।**

চিত্র-৮ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

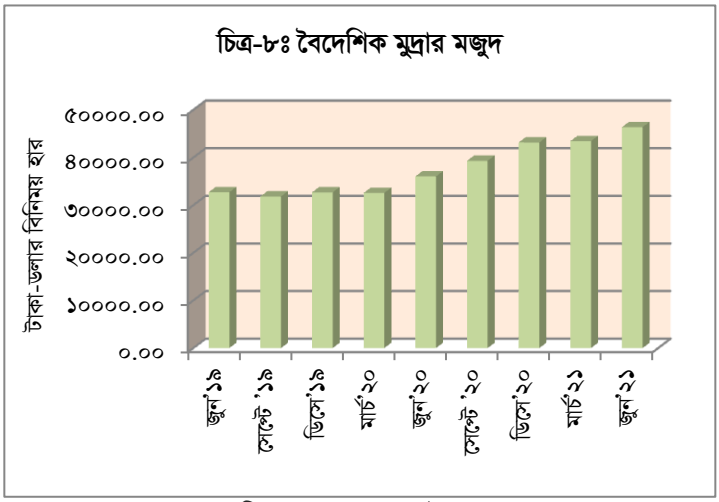

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

- **নমিনাল বিনিময় হার** (Nominal Exchange Rate)ঃ জুন, ২০২১ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মার্চ, ২০২১ শেষের ৮৪.৮০ টাকা থেকে শতকরা ০.০১ ভাগ অবচিতি হয়ে ৮৪.৮১ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৯)। তবে, ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ০.১১ ভাগ উপচিতি হয়। জুন, ২০২০ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮৪.৯০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের এপ্রিল-জুন, ২০২১ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার থেকে ১৫০০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় এবং ৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার থেকে ৯৪৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় এবং ৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ৭৯৩৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় এবং ২৩৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে।

চিত্র ৯-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

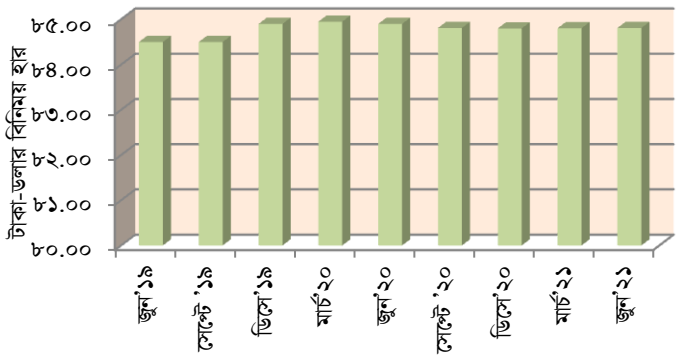

- **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate)ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব/তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল-জুন, ২০২১ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক মার্চ, ২০২১ শেষের ১১২.৪১ থেকে ১.৭৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১১০.৪১ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ১.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ০.৬৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

এপ্রিল-জুন, ২০২১ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এ তুলে ধরা হলো।

৯। অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

এপ্রিল-জুন, ২০২১ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

- 'প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' এর আওতায় স্বল্পসুদে ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে রপ্তানি খাতে অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করার লক্ষ্যে গ্রাহক পর্যায়ের সুদহার ৬ শতাংশ থেকে হ্রাস করে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশে এবং ব্যাংক পর্যায়ের সুদহার ৩ শতাংশ থেকে হ্রাস করে সর্বোচ্চ ২ শতাংশে পুনঃনির্ধারন করা হয়েছে। (বিআরপিডি সার্কুলারঃ ২৬/০৪/২০২১)
- ব্যাংকসমূহ ২০২১ সাল হতে পরবর্তী ০৫বছর সময়ে প্রতি বছর তাদের নীট মুনাফা (নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী) হতে ১ শতাংশ হারে অর্থ 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বিতরণের লক্ষ্যে তহবিল হিসেবে সংরক্ষণ করবে। ২০২০ সালের ডিসেম্বর ভিত্তিক বাৎসরিক হিসাব চূড়ান্তকালে নীট মুনাফা হতে বাধ্যতামূলকভাবে উক্ত ১ শতাংশ তহবিল স্থানান্তর শুরু করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (এসএমইএসপিডি সার্কুলারঃ ২৬/০৪/২০২১)
- কৃষি খাতে খেলাপি ঋণ হ্রাস ও নিরবচ্ছিন্ন ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণের শর্ত শিথিল করে স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ পুনঃতফসিলের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ২ বছর মেয়াদে পুনঃতফসিল করা যাবে। ক্ষেত্র বিশেষে বিনা ডাউন পেমেন্টেও এ ধরনের ঋণ পুনঃতফসিল করা যাবে। এছাড়া, ঋণ পুনঃতফসিলের পর কৃষকদেরকে পুনরায় নতুন করে স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে কোন নতুন জমা ব্যতিরেকেই পুনঃতফসিল পরবর্তী নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে। (বিআরপিডি সার্কুলারঃ ০১/০৬/২০২১)
- কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়ায় চলমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা বজায় রাখা এবং বেসরকারী খাতে ঋণ/বিনিয়োগ প্রবাহের গতিধারা স্বাভাবিক রাখার মাধ্যমে কাংখিত বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে এই মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে যে, ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধের ক্ষেত্রে জুন/২০২১ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তিসমূহের মোট পরিমাণের ন্যূনতম ২০ শতাংশ ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ৩১ আগষ্ট ২০২১ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা হলে উক্ত সময়ে ঋণ/বিনিয়োগসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে জুন/২০২১ পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তির অবশিষ্টাংশ সর্বশেষ কিস্তির সাথে প্রদেয় হবে। এছাড়া অন্যান্য কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধ করতে হবে। (বিআরপিডি সার্কুলারঃ ২৭/০৬/২০২১)
- ডিজিটাল কমার্স খাতের যথাযথ বিকাশ, পরিশোধ সেবা প্রদানকারীদের ঝুঁকি নিরসন, গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ ও ডিজিটাল কমার্সের উপর জনগণের আস্থা ধরে রাখার লক্ষ্যে ডিজিটাল কমার্স সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সকল তফসিলি ব্যাংক, এমএফএস, পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডর ও পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটরদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় ও জরুরী পণ্য/সেবা সাথে সাথে বা অনধিক ৫ দিনের মধ্যে এবং নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য/সেবা বা দোকান বা শো-রুম এর মাধ্যমে পণ্য/সেবা বিক্রয়ের পাশাপশি ডিজিটাল কমার্স ব্যবস্থায়ও পণ্য/সেবা বিক্রয় করে এবং বিক্রিত পণ্য/সেবা সাথে সাথে বা অনধিক ৭ দিনের মধ্যে সরবরাহকারী ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিশোধ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান সেটেলমেন্ট প্রক্রিয়া অব্যহত রাখতে পারবে। (পিএসডি সার্কুলারঃ ৩০/০৬/২০২১)

উপসংহার

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পুনরায় বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে চলমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। করোনা সংক্রমণ এড়াতে গৃহীত ব্যবস্থাদির কারণে অগ্রাধিকার খাতসমূহ যেমন- কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে ঋণ সরবরাহ যাতে নিরবিচ্ছিন্ন থাকে সে ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, খেলাপী ঋণের মাত্রা কমিয়ে আনা, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থার ঝুঁকি নিরসন এবং কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগের গতিধারা সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক সচেষ্ট রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা এপ্রিল-জুন, ২০২১

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	জুন	মার্চ	ডিসেম্বর	জুন	মার্চ	জুন	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২১	২০২১	২০২০	২০২০	২০২০	২০১৯	মার্চ'২১ এর	ডিসেম্বর'২০ এর	মার্চ'২০ এর	জুন'২০ এর	জুন'১৯ এর
							তুলনায় জুন'২১	তুলনায় মার্চ'২১	তুলনায় জুন'২০	তুলনায় জুন'২১	তুলনায় জুন'২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৮২১.৭৯	৩৬২১.৯৮	৩৫৬৯.৭৭	২৯৭৩.৩৬	২৭৯২.৪৩	২৭২৪.০০	১৯৯.৮১	৫২.২১	১৮০.৯৩	৮৪৮.৪৩	২৪৯.৩৬
							(৫.৫২)	(১.৪৬)	(৬.৪৮)	(২৮.৫৩)	(৯.১৫)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১১৭৮৩.৩৯	১১২১৫.৯৬	১১২১৭.০৭	১০৭৬৩.৯৯	১০৩১৪.২৪	৯৪৭২.১১	৫৬৭.৪৩	-১.১১	৪৪৯.৭৫	১০১৯.৪০	১২৯১.৮৮
							(৫.০৬)	-(০.০১)	(৪.৩৬)	(৯.৪৭)	(১৩.৬৪)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১৪৩৯০.৯৩**	**১৩৭০৭.৩৪**	**১৩৬৩৫.৭৬**	**১৩০৭৬.৩৪**	**১২৩০৪.৮৬**	**১১৪৬৮.৮৫**	৬৮৩.৫৯	৭১.৫৮	৭৭১.৪৮	১৩১৪.৫৯	১৬০৭.৪৯
							(৪.৯৯)	(০.৫২)	(৬.২৭)	(১০.০৫)	(১৪.০২)
i) সরকারি খাত (নীট)	২২০২.২	১৭৮৯.১২	১৯১২.৮৩	১৮১১.৫১	১৩৩৭.৬৫	১১৩২.৭৩	৪১৩.০৮	-১২৩.৭১	৪৭৩.৮৬	৩৯০.৬৯	৬৭৮.৭৮
							(২৩.০৯)	-(৬.৪৭)	(৩৫.৪২)	(২১.৫৭)	(৫৯.৯২)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৩০০.১৭	৩১৪.৩৯	৩০৯.৯০	২৯২.১৫	৩০১.৪১	২৩৩.৫৬	-১৪.২২	৪.৪৯	-৯.২৬	৮.০২	৫৮.৫৯
							-(৪.৫২)	(১.৪৫)	-(৩.০৭)	(২.৭৫)	(২৫.০৯)
iii) বেসরকারি খাত	১১৮৮৮.৫৬	১১৬০৩.৮৩	১১৪১৩.০৩	১০৯৭২.৬৮	১০৬৬৫.৮০	১০১০২.৫৬	২৮৪.৭৩	১৯০.৮০	৩০৬.৮৮	৯১৫.৮৮	৮৭০.১২
							(২.৪৫)	(১.৬৭)	(২.৮৮)	(৮.৩৫)	(৮.৬১)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-২৬০৭.৫৪	-২৪৯১.৩৮	-২৪১৮.৬৯	-২৩১২.৩৫	-১৯৯০.৬২	-১৯৯৬.৭৪	-১১৬.১৬	-৭২.৬৯	-৩২১.৭৩	-২৯৫.১৯	-৩১৫.৬১
							(৪.৬৬)	(৩.০১)	(১৬.১৬)	(১২.৭৭)	(১৫.৮১)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১৫৬০৫.১৮**	**১৪৮৩৭.৯৪**	**১৪৭৮৬.৮৪**	**১৩৭৩৭.৩৫**	**১৩১০৬.৬৭**	**১২১৯৬.১১**	৭৬৭.২৪	৫১.১০	৬৩০.৬৮	১৮৬৭.৮৩	১৫৪১.২৪
							(৫.১৭)	(০.৩৫)	(৪.৮১)	(১৩.৬০)	(১২.৬৪)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৩৭৫৬.১৬	৩২৯৭.৭৮	৩৩৬৩.৮৪	৩২৮২.৬৪	২৯০৯.৫৫	২৭৩২.৯৩	৪৫৮.৩৮	-৬৬.০৬	৩৭৩.০৯	৪৭৩.৫২	৫৪৯.৭১
							(১৩.৯০)	-(১.৯৬)	(১২.৮২)	(১৪.৪২)	(২০.১১)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২০৯৫.১৮	১৮৪২.১৬	১৮৭৪.৬৩	১৯২১.১৫	১৭৩৩.৪৮	১৫৪২.৮৭	২৫৩.০২	-৩২.৪৭	১৮৭.৬৭	১৭৪.০৩	৩৭৮.২৮
							(১৩.৭৩)	-(১.৭৩)	(১০.৮৩)	(৯.০৬)	(২৪.৫২)
ii) তলবি আমানত	১৬৬০.৯৮	১৪৫৫.৬২	১৪৮৯.২১	১৩৬১.৪৯	১১৭৬.০৭	১১৯০.০৬	২০৫.৩৬	-৩৩.৫৯	১৮৫.৪২	২৯৯.৪৯	১৭১.৪৩
							(১৪.১১)	-(২.২৬)	(১৫.৭৭)	(২২.০০)	(১৪.৪১)
খ) মেয়াদি আমানত	১১৮৪৯.০২	১১৫৪০.১৬	১১৪২৩.০০	১০৪৫৪.৭১	১০১৯৭.১	৯৪৬৩.১৮	৩০৮.৮৬	১১৭.১৬	২৫৭.৫৯	১৩৯৪.৩১	৯৯১.৫৩
							(২.৬৮)	(১.০৩)	(২.৫৩)	(১৩.৩৪)	(১০.৪৮)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৩৪৮০.৭২	৩০৩৬.৬১	৩০৪০.৫৪	২৮৪৪.৮৩	২৭২৯.১৮	২৪৬১.৮৮	৪৪৪.১১	-৩.৯৩	১১৫.৬৫	৬৩৫.৮৯	৩৮২.৯৫
							(১৪.৬৩)	-(০.১৩)	(৪.২৪)	(২২.৩৫)	(১৫.৫৬)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৬৬৯.১৭	৩৪৬৮.৪১	৩৪১১.৮১	২৮৬০.৪১	২৬৩১.১৫	২৫৭১.৯৫	২০০.৭৬	৫৬.৬০	২২৯.২৬	৮০৮.৭৬	২৮৮.৪৬
							(৫.৭৯)	(১.৬৬)	(৮.৭১)	(২৮.২৭)	(১১.২২)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-১৮৮.৪৫	-৪৩১.৮০	-৩৭১.২৭	-১৫.৫৮	৯৮.০৩	-১১০.০৭	২৪৩.৩৫	-৬০.৫৩	-১১৩.৬১	-১৭২.৮৭	৯৪.৪৯
							(৫৬.৩৬)	(১৬.৩০)	-(১১৫.৮৯)	(১১০৯.৫৬)	-(৮৫.৮৫)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	১৬৮.৫৭	-৯৭.৯৯	১৩.১৪	৪২১.১৭	২২২.০১	৩১১.৮৯	২৬৬.৫৬	-১১১.১৩	১৯৯.১৬	-২৫২.৬০	১০৯.২৮
সরকারের নীট ঋণ							(২৭২.০৩)	-(৮৪৫.৭৪)	(৮৯.৭১)	-(৫৯.৯৮)	(৩৫.০৪)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৪৬৩৯১.০০	৪৩৪৪১.০০	৪৩১৬৭.০০	৩৬০৩৭	৩২৫৭০.১৬	৩২৭১৬.৫১					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	৪৩৫৮.২৮	৩৯৭০.০৪	৩৯৭৫.০৩	৩১৮৪.৪০	২৮৮৯.৮৫	২৫৮৯.৮৮					
দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ	২৯৭০.৭৮	২৭৭৮.৪০	২৮০৪.৮৭	২২৬৩.৪৩	১৯০৮.৪৭	১৬৬৫.৮৫					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৮৪.৮০	৮৪.৮১	৮৪.৮০	৮৪.৯০	৮৪.৯৫	৮৪.৫০					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১১০.৪১*	১১২.৪১	১১১.১৩	১১২.৯৯	১১৩.৭১	১০৫.৭০					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৫.৫৬	৫.৬৩	৫.৬৯	৫.৬৫	৫.৬০	৫.৪৮					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

#=মোট তরল সম্পদ = দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ + বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা + সিন্দুকে রক্ষিত অর্থ; *= প্রক্ষেপিত

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।